সেলুনে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত ৬ ভারতীয়

ভারতের মধ্যপ্রদেশে সেলুনে গিয়ে ছয় ব্যক্তি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। সেলুনটি মধ্যপ্রদেশের খারগোনে জেলার বারগাঁওয়ে অবস্থিত। এ ঘটনার পর পুলিশ পুরো গ্রামটি সিল করে দিয়েছে বলে জানিয়েছে এনডিটিভি।

ভারতীয় এ সংবাদমাধ্যম জানায়, একই কাপড় ব্যবহার করে ওই ছয়জনের চুল-দাড়ি কেটেছিলেন নাপিত। গত ৫ এপ্রিল ইন্দোরের হোটেলে কাজ করা এক বাসিন্দা গ্রামে ফিরে চুল-দাড়ি কাটতে ওই সেলুনে যান। পরে তার শরীরে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ধরা পড়ে।

এ ঘটনার পর ওই দিন আরও যে ১২ জন সেলুনে গিয়েছিলেন তাদেরও পরীক্ষা করানো হয়। তাদের মধ্যে ছয়জনের শরীরে সংক্রমণ মিলেছে।

তবে সেলুনের নাপিতের করোনা পরীক্ষায় নেগেটিভ এসেছে বলে জানিয়েছেন খারগোনে জেলার চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ড. দিব্যেশ ভার্মা।

প্রসঙ্গত খারগোনে জেলায় ৬০ জন আক্রান্ত হয়েছেন করোনায়। মারা গেছেন ছয়জন। ভারতে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত ২৫ হাজারের বেশি। মারা গেছেন ৭৭৯ জন। সূত্র-যুগান্তর

মৃত্যুপুরী যুক্তরাষ্ট্রে প্রাণহানি ৫৪ হাজার ছাড়াল, আক্রান্ত সাড়ে ৯ লাখ

বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে। লাশের সারি দীর্ঘ হতে হতে দেশটি মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে। মৃত্যুর সংখ্যার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে

আক্রান্তের সংখ্যা।

করোনায় প্রাণহানি ও আক্রান্তের পরিসংখ্যান রাখা আন্তর্জাতিক সংস্থা ওয়ার্ল্ডওমিটারের তথ্যানুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৯ লাখ ৬০ হাজার ৬৫১ জন।

অন্যদিকে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫৪ হাজার ২৫৬ জনের। ইতোমধ্যে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১ লাখ ১৮ হাজার ১৬২ জন। তবে ১৫ হাজার ১১০ জনের অবস্থা এখনও আশঙ্কাজনক।

যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশটিতে আক্রান্তের সংখ্যা ৯ লাখ ৩৮ হাজার ৭২ জন। অন্যদিকে মারা গেছে ৫৩ হাজার ৭৫১ জন।

এখন পর্যন্ত বিশ্বের ২১০ দেশ ও অঞ্চলে করোনার প্রকোপ ছড়িয়ে পড়েছে। তবে করোনায় সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও মৃত্যু ঘটেছে যুক্তরাষ্ট্রেই। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রথম দিকে বৈশ্বিক এই মহামারীকে গুরুত্ব দেননি।

দেশটির সব অঙ্গরাজ্যেই করোনা ছড়িয়ে পড়েছে। তবে করোনায় সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য। সেখানে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ২ লাখ ৮২ হাজার ১৪৩ জন। মারা গেছেন অন্তত ২২ হাজার ৯ জন।

এর পরেই রয়েছে নিউজার্সি। সেখানে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ১ লাখ ৫ হাজার ৪৯৮ জন। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫ হাজার ৯১৪ জন। অন্যদিকে ম্যাসাচুসেটস অঙ্গরাজ্যে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৫৩ হাজার ৩৪৮ জন। মারা গেছেন ২ হাজার ৭৩০ জন।

এদিকে বিশ্বে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ২ লাখ ৩ হাজার ২৮৯ জন। আর আক্রান্ত হয়েছেন ২৯ লাখ ২১ হাজার ৪৩৯ জন। ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে উঠেছে ৮ লাখ ৩৬ হাজার ৯৪১ জন।

সূত্র-যুগান্তর

করোনার মধ্যেই আরেক বিপদ, ভারত ও বাংলাদেশের দিকে ধেয়ে আসছে পঙ্গপাল!

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের এই প্রকোপের মধ্যেই ভারত ও বাংলাদেশের দিয়ে ধেয়ে আসছে আরেকটি বিপদ। যে বিপদের আশঙ্কা ইতিপূর্বেও করা হয়েছিল।

ভারতের হিন্দু পত্রিকার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে একদল পঙ্গপাল সরাসরি ভারত উপদ্বীপের কৃষিজমিতে নেমে পড়তে পারে। এরপরই ছুঁটে আসবে বাংলাদেশের দিকে।

ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে ভারত যখন প্রাণপণে লড়ে যাচ্ছে তখন দেশটির দিকে ধেয়ে আসছে আরেকটি ভয়াবহ বিপদ। এ গৃষ্মেই ভারতের কৃষি জমিগুলোতে হামলে পড়তে পারে পঙ্গপাল। সরকারি সূত্র জানায়, দুই ফ্রন্টে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে ভারত সরকার। একটি হচ্ছে চলমান করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে আর অন্যটি হচ্ছে পঙ্গপালকে প্রতিরোধ করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে।
ওই সূত্রটি জানায়, হর্ন অব আফ্রিকা থেকে একদল পঙ্গপাল গতিপথে মরু অঞ্চলের আরেকদলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে হানা দিচ্ছে। এদের একটি ঝাঁক ইয়েমেন, বাহরাইন, কুয়েত, কাতার, ইরান, সৌদি আরব এবং পাকিস্তান হয়ে ভারতে হানা দিচ্ছে। এরা ভারতের পাঞ্জাব, হরিয়ানাসহ আরো কয়েকটি এলাকায় ঢুকছে। অন্যদলটি ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে সরাসরি ভারত উপদ্বীপের কৃষিজমিতে নেমে পড়তে পারে। এরপরই যাবে বাংলাদেশের দিকে। উভয় ঝাঁকের সম্মিলিত হামলায় ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা সংকটে ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন দেশটির নীতি নির্ধারকরা।

গত ২১ এপ্রিল জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) পক্ষ থেকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, মরুর পঙ্গপাল যারা এ বসন্তে পূর্ব আফ্রিকা, ইয়েমেন ও দক্ষিণ ইরানে হানা দিয়েছে। আফ্রো-এশীয় অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তার জন্যও তারা বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে।
বাংলাদেশেও আক্রমণ হতে পারে পঙ্গপালের। এ আশঙ্কা ইতিপূর্বে দেশের কৃষি অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে করা হয়েছিলো। যেহেতু পঙ্গপালের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বাতাসের উষ্ণতার গতি অনুযায়ী চলাফেরা করে এবং এক

জায়গার খাবার ফুরালেই নতুন জায়গার খোঁজ করে, সে কারণে কৃষি অধিদপ্তরের আশঙ্কা ওরা বাংলাদেশেও হানা দিতে পারে।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীদের কাছে ইংরেজি লোকাস্ট নামে পরিচিত এই পঙ্গপাল। বাংলায় এর নাম পতঙ্গ, এটি এক জাতের ঘাসফড়িঙ। স্বভাবে কিছুটা লাজুক প্রকৃতির ইঞ্চি খানেক দৈর্ঘ্যের এই পতঙ্গ, খাবারের জন্য নিজ প্রজাতির বিপুল সংখ্যক সদস্যের সঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়।
সাধারণত একেক ঝাঁকে কয়েক লাখ থেকে এক হাজার কোটি পতঙ্গ থাকতে পারে। তখন একে পঙ্গপাল বলে। পঙ্গপাল যখন ফসলের ক্ষেতে আক্রমণ করে, তখন তা একজন কৃষকের জন্য রীতিমত দুঃস্বপ্নের বিষয় হয়ে ওঠে।

একটি পূর্ণ বয়স্ক পঙ্গপাল প্রতিদিন তার ওজনের সমপরিমাণ খাদ্য খেতে পারে। যে অঞ্চলে তারা আক্রমণ করে, সেখানে খাদ্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা অন্য অঞ্চলে যায় না।
এফএও বলছে, এক বর্গকিলোমিটার আকারের পঙ্গপাল এক সঙ্গে যে খাবার খায় তা দিয়ে ৩৫ হাজার মানুষকে এক বছর খাওয়ানো সম্ভব। একটি বড় পঙ্গপাল দিনে ১২০ মাইল পর্যন্ত জমির ফসল খেয়ে ফেলতে পারে। কেবল খাবারই খায় না তারা, একই সঙ্গে প্রজননের কাজটিও করে। সূত্র: দ্য হিন্দু

করোনার তাণ্ডবের মধ্যেই বঙ্গোপসাগর দিয়ে ধেয়ে আসছে বছরের প্রথম ঘূর্ণিঝড় ‘আম্ফান’!

গোটা বিশ্ব এখন কাঁপছে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রকোপে। এই ভাইরাসের তাণ্ডবে ইতোমধ্যে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলের অন্তত ২৮ লাখ ৩০ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে ১ লাখ ৯৭ হাজার ২ শতাধিক মানুষের।

বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের এই তাণ্ডবের মধ্যেই বঙ্গোপসাগর দিয়ে ধেয়ে আসছে বছরের প্রথম ঘূর্ণিঝড় ‘আম্ফান’!

এপ্রিলের শেষে বা মে মাসের শুরুতেই বঙ্গোপসাগরে আঘাত হানবে এই ‘আম্ফান’। তবে কোথায় আছড়ে পড়তে পারে ওই আম্ফান, তা এখনও স্পষ্ট নয়। খবর ওয়ান ইন্ডিয়ার।
আম্ফান নামটি দিয়েছে থাইল্যান্ড। ‘আম্ফান’ ২০১৯-এর ঘূর্ণিঝড় তালিকার শেষ নাম। ‘নর্দান ইন্ডিয়ান ওশেন সাইক্লোন’-এর নামগুলো আটটি দেশ পর্যায়ক্রমে রাখে। এই পর্যায়ক্রমগুলো হল-বাংলাদেশ, ভারত, মালদ্বীপ, মিয়ানমার, ওমান, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড। সেই পর্যায়ক্রমে আট নম্বর তালিকায় শেষ নামটি হল আম্ফান।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এপ্রিলে সৃষ্ট হওয়া ঘূর্ণিঝড় ভারতীয় মূল ভখণ্ডের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। ভারতের পূর্ব উপকূলে মাত্র চারটি ঝড় আছড়ে পড়েছে ১৮৯১ সাল থেকে। বাকি ২৪টি ঝড় বাংলাদেশ-মিয়ানমারে আছড়ে পড়েছে। এপ্রিলে ঝড়ের প্রাক ইতিহাস গত ১০ বছরে অর্থাৎ ২০১০ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে আরব সাগরে এপ্রিল মাসে সে অর্থে কোনও ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয়নি এবং একইভাবে বঙ্গোপসাগরে জুনেও কোনও ঝড় ওঠেনি।

গত দশকে এই দুই অববাহিকার প্রতিটিতে চারটি ঘূর্ণিঝড় দেখা গেছে। মরুত এই দশকের প্রথম ঝড়। এটি ২০১৭ সালের ১৫ এপ্রিল সংগঠিত হয়েছিল এবং শক্তিশালী উল্লম্ব বায়ুর কারণে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়ে।

এপ্রিল বা মে মাসের প্রথমার্ধে ঘূর্ণিঝড়গুলো বেশিরভাগই বাংলাদেশ বা মিয়ানমারকে আঘাত করে। এর মধ্যে ঘূর্ণিঝড় ফণী গত বছর ব্যতিক্রম ছিল। যা এপ্রিলের শেষদিকে উড়িষ্যা উপকূলকে ধ্বংস করে দেয়।

ভারতের আবহাওয়া অফিসের বরাত দিয়ে ওয়ান ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, খুব শিগগিরই বঙ্গোপসাগরে এই মৌসুমের প্রথম সাইক্লোন তৈরি হতে চলেছে। ২৭ এপ্রিল আন্দামান সাগরের ওপর এই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে। পরদিন ২৮ এপ্রিল একই অঞ্চলে থেকে তা শক্তি সঞ্চয় করবে। ২৯ এপ্রিল ওই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে পরিণত হবে। পরদিন ৩০ এপ্রিল গভীর নিম্নচাপে পরিণত হয়ে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বইতে শুরু করবে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

১৪০০ বছরে এই প্রথম আল-আকসা মসজিদে ভিন্নচিত্র, মন খারাপ মুসল্লিদের

১৪০০ বছরে এমনটা কখনও হয়নি। এবার করোনার জন্য সেটাই হচ্ছে জেরুজালেমের আল-আকসা মসজিদে। রমজানে মুসল্লি শূন্য মসজিদ চত্বর। প্রতিবারই পবিত্র রমজান মাসজুড়ে হাজার হাজার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে জামাতে নামাজ পড়তেন এখানে। কখনও মানুষের সংখ্যা লাখ ছাড়িয়ে যেত। এবার একজনও মানুষ নেই সেই মসজিদে। মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছে তৃতীয় পবিত্রতম এই মসজিদ। আপাতত জেরুজালেমে সবরকম জমায়েত বন্ধ। মসজিদে জামাতে নামাজ আদায়ও বন্ধ।

নির্দেশনা মোতাবেক বাড়িতে নামাজ আদায়ের কথা বলা হয়েছে। মহামারী করোনার তাণ্ডবে এমন সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিনিদের মন খারাপ। পূর্ব জেরুজালেমের বাসিন্দা আম্মার বাকির বললেন, আল-আকসা মসজিদ কখনও বন্ধ থাকতে পারে এটা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। মসজিদ বন্ধের প্রভাব পড়ছে জনগণের মধ্যে। সবার মন খারাপ। পবিত্র রোজা এভাবে কাটবে আমরা মেনে নিতে পারছি না। মসজিদ চত্বরে কোনও মানুষ নেই। স্বপ্নেও এমন ছবি দেখিনি কখনও।

মহামারী করোনার সংক্রমণ থেকে বাঁচতে গত ২২ মার্চ থেকে আল-আকসা মসজিদ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় কর্তৃপক্ষ। নামাজ আদায় বন্ধ বলে জানায় জেরুজালেম ইসলামিক ওয়াকফ কাউন্সিল। গত ১৬ এপ্রিল জানানো হয়, এই নিষেধাজ্ঞা এবারের রমজান মাস জুড়ে অব্যাহত থাকবে। তারাবিহ—র নামাজ এবার বাড়িতেই আদায় করার অনুরোধ করে কর্তৃপক্ষ। নামাজ আদায় বন্ধ থাকলেও আল-আকসায় যথারীতি পাঁচ ওয়াক্ত আজান দেওয়া অব্যাহত থাকবে।
আল-আকসার পরিচালক শেখ ওমর আল-কিসোয়ানি বলেছেন, গত ১৪০০ বছরে এমন কখনও হয়নি। সবার মনে কষ্ট হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এই ভাইরাসের হাত থেকে বাঁচতে এমন কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। প্রসঙ্গত, ফিলিস্তিনে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩৫। মৃত্যু হয়েছে মাত্র দু’জনের। উল্লেখ্য, প্রাণঘাতী করোনার ছোবলে

প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা। বিশ্বজুড়ে এখন পর্যন্ত এক লাখ ৯৭ হাজার ৩০৬ জনের মৃত্যু হয়েছে আর আক্রান্ত ছাড়িয়েছে ২৮ লাখ।

সূত্র : প্যালেস্টাইন ক্রোনিকেল।

সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে করোনা জয়ের রেকর্ড

বিশ্বজুড়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে প্রতিদিনই মৃত্যুর মিছিল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু এবার এক নবজাতকের করোনামুক্তির খবর মিলেছে। থাইল্যান্ডে মাত্র এক মাস বয়সী এক শিশুর করোনা ধরা পড়লে তার বাঁচা নিয়েই শঙ্কা ছিল। তবে সে এখন সুস্থ। আর সুস্থ হয়েই কম বয়সে করোনামুক্তির রেকর্ড গড়েছে শিশুটি।

বিবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জন্মের পরপরই করোনায় আক্রান্ত হয় থাইল্যান্ডের মাত্র এক মাস বয়সী এক শিশু। শিশুটিকে বাঁচানো যাবে কিনা এ নিয়ে আশঙ্কা তৈরি হয় খোদ চিকৎসকদের মধ্যেও। কিন্তু বিশ্বের সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে মহামারি করোনাকে হারানো ওই নবজাতকের নাম উঠেছে রেকর্ডের খাতায়।

শিশুটিকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। যে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ওই নবজাতকের চিকিৎসা করেছেন তিনি বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, মহামারি করোনা থেকে আরোগ্য করে তুলতে ওই শিশুটির জন্য তিনি চারটি অ্যান্টিভাইরাল ওষুধের ব্যবহার করেন। যার ফল হয়েছে ইতিবাচক।
রাজধানী ব্যাংককের বামরাসনারাদুরা সংক্রামক রোগ ইনস্টিটিউটের ওই চিকিৎসকের নাম বিশাল মুলাসারত। তিনি বলেন, ‘শিশুটির চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত কৌশলটি ছিল তাকে ১০ দিন ওষুধ দেওয়া। আমরা প্রতিদিন তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছি এবং ওষুধ দেওয়ার তিন থেকে পাঁচ দিন পর তার এক্স-রে করা হলে ধীরে ধীরে সুস্থ হওয়ার লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে।’

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশ থাইল্যান্ডে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৮২৬ জন করোনাভাইরাস সংক্রমিত কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত করা হয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে ৪৯ জন মারা গেছেন। তবে আশাব্যঞ্জক খবর হলো আক্রান্ত ২৮শ এর বেশি রোগীর মধ্যে ২ হাজার ৩৫২ জন রোগী চিকিৎসা শেষে সুস্থ হয়েছেন। অর্থাৎ প্রায় ৮৪ শতাংশ রোগীই এখন সুস্থ। সূত্র- বাংলাদেশ প্রতিদিন

সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে বিজ্ঞান, আজ মানবদেহে প্রয়োগ হচ্ছে করোনাভাইরাসের টিকা

সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে বিজ্ঞান, আজ মানবদেহে প্রয়োগ হচ্ছে করোনাভাইরাসের টিকা

প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের চিকিৎসায় প্রায় সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে চলে এসেছে চিকিৎসা বিজ্ঞান। আজ মানবদেহে প্রয়োগ হতে যাচ্ছে বহুল প্রতিক্ষীত প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের টিকা।

বৃহস্পতিবার যুক্তরাজ্যে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করা হবে এই টিকা। এটা যদি সফলতা পায় তাহলে অপ্রতিরোধ্য এই ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করার বড় একটি ঢাল পাবে বিশ্ব।

যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ টিকাবিদ প্রফেসর সারাহ ক্যাথেরিন গিলবার্টের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী করোনাভাইরাসের এই টিকা দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন। সেপ্টেম্বরের মধ্যেই তারা এই টিকার ১০ লাখ ডোজ তৈরি করার পরিকল্পনা করে রেখেছেন।
তার আগে ৩ লিটারের ডোজ তৈরি করেছেন পরীক্ষামূলকভাবে মানুষের শরীরে প্রয়োগ করার জন্য। এই পরীক্ষায় যেসব স্বেচ্ছাসেবক অংশ নেবেন তারাও প্রস্তুত আছেন। আগামী মে মাসের মধ্যে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ৫০০ জনের শরীরে প্রয়োগ করা হবে করোনাভাইরাসের এই টিকা।

পরীক্ষামূলক প্রয়োগে তারা সফলতা পেলে ধাপে ধাপে ৫০ লিটার, ১০০ লিটার, ২০০ লিটার এমনকী ২০০০ লিটারের ডোজ তৈরি করবেন। কারণ, বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের এই টিকা প্রয়োজন হবে। তারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন করোনাভাইরাসের টিকার জন্য।

ইতিমধ্যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্তরাজ্য ও বিভিন্ন দেশের বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এই টিকার ব্যাপারে চুক্তি করে রেখেছে। সফল হলেই তারাও এই টিকা উৎপাদন করা শুরু করবে। চুক্তি রয়েছে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের প্রতিষ্ঠান সেরাম ইনস্টিটিউটের। প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী কর্মকর্তা আদার পুনাওয়ালা জানিয়েছেন তারা ব্যবসা করার জন্য এই টিকা বাজারে ছাড়বে না। কারণ, এখন ব্যবসা করার সময় নয়।

গতকাল বুধবার ব্রিটিশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ম্যাট হ্যানকক অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের তৈরি টিকার পরীক্ষামূলক প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছিলেন।

অবশ্য এই ধরনের টিকা মানবদেহে কাজ করবে কিনা সেটা বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করে বলতে পারেন না। তবে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা এটার সফলতার ব্যাপারে ৮০ ভাগ আশাবাদী। তাদের আশাবাদী হওয়ার পেছনে অবশ্য কারণ রয়েছে। সেটা হল এই দলে এমন সব বিজ্ঞানী রয়েছেন যারা মার্স ও ইবোলা ভাইরাসের টিকা তৈরি করেছিলেন। দ্রুত টিকা তৈরি করার ক্ষেত্রে তাদের রয়েছে বিস্তর অভিজ্ঞতা।

এখন দেখার বিষয় সেই অভিজ্ঞতা দিয়ে তৈরি করা করোনাভাইরাসের এই টিকার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে বিশ্বের ৮০০ কোটি মানুষকে স্বস্তির খবর দিতে পারে কিনা। তথ্যসূত্র : বিবিসি, ডেইলি মেইল, দ্য সান ও ইন্ডিয়া টুডে।

ল্যাব নয়, প্রাণী থেকেই

ছড়িয়েছে করোনা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

চীনের সীমানা পেরিয়ে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের ২১০টি দেশ ও অঞ্চলে। কোথা থেকে উৎপত্তি হল এই ভাইরাসের তা নিয়ে হয়েছে বহু আলোচনা। চীনের উহানের সিফুড মার্কেট থেকে নাকি ল্যাবরেটরি থেকে এই ভাইরাসের উৎপত্তি তা নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছে। অবশেষে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) মঙ্গলবার জানিয়ে দিল, গত বছর শেষের দিকে চীনের কোনও পশুর শরীর থেকেই তৈরি হয়েছে করোনা। কোনও ষড়যন্ত্র করে বা ল্যাবরেটরি থেকে কোভিড-১৯ এর উৎপত্তি হয়নি।

গত সপ্তাহেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, সারা বিশ্ব জুড়ে হাহাকার তৈরি করা এই প্রাণঘাতী ভাইরাস উহানের ল্যাবরেটরি থেকে তৈরি হয়েছে কিনা সেই তথ্য বের করার জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন।

ডব্লিউএইচও এর মুখপাত্র ফাডেলা শইব বলছেন, সমস্ত প্রামাণ্য তথ্য খতিয়ে দেখার পরে এটাই বোঝা যাচ্ছে করোনা ভাইরাসের উৎস কোনও পশু থেকে। এটি ল্যাবরেটরি থেকে তৈরি হয়নি। পশুর শরীর থেকেই এই ভাইরাসের উৎপত্তি এমন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে।
তিনি বলছেন, খুব সম্ভবত বাদুড়ের শরীর থেকেই এই ভাইরাসের উৎপত্তি। কিন্তু এই ভাইরাস বাদুড় থেকে কীভাবে মানুষের শরীরে সংক্রামিত হল সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়।

করোনা ভাইরাস মহামারির বিষয়ে ডব্লিউএইচও যেভাবে কাজ করছে তাতে সন্তুষ্ট না হওয়ায় গত সপ্তাহে ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি জাতিসংঘের এই সংস্থাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করবেন না। এই প্রসঙ্গে ফাডেলা বলছেন, আমরা বিষয়টিকে এখনও খতিয়ে দেখছি। কোনও রকম ফাঁক থাকলে তা পূরণ করার জন্য আমি আমাদের পার্টনারদের সঙ্গে কাজ করছি। শুধু কোভিড-১৯ নয় আরও অনেকগুলো হেলথ প্রোগ্রামের জন্য আমরা যে কাজ করছিলাম সেগুলো আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

তিনি জানান, এইচআইভি, ম্যালেরিয়া, পোলিওর মতো রোগের জন্যও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। আগামী ২ বছরের জন্য ৮১ শতাংশ ফান্ড ছিল। আর এই ফান্ডের অধিকাংশ আসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থা ও ব্রিটেনের

গেটস ফাউন্ডেশন থেকে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

লকডাউনে টানা তিন দিন ২০০ মাইল হেঁটে বাড়ির কাছে গিয়ে মৃত্যু

করোনা সংক্রমণ রুখতে লকডাউন চলছে ভারতজুড়ে। আর এর মধ্যেই দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে শ্রমিকদের দুর্দশার বিভিন্ন ছবিও উঠে আসছে। ট্রেন বা বাস বন্ধ থাকায় অনেকেই বাড়ি পৌঁছনোর জন্য হাঁটা শুরু করেন। কঠিন, রুক্ষ পথ পেরিয়ে কেউ কেউ সত্যিই পৌঁছে গিয়েছেন নিজের গন্তব্যে। অনেকের ঘরে ফেরা হয়নি। ঠিক যেমন জামলোর ফেরা হলো না।

তেলঙ্গানা থেকে বিজাপুরের বাড়ি পৌঁছাতে ছোট্ট ছোট্ট পায়েই পথ চলা শুরু করেছিল ১২ বছরের কিশোরী। কিন্তু টানা তিন দিন হাঁটার পরেও, শেষ পর্যন্ত গন্তব্যে আর যাওয়া হলো না। ক্ষুধা আর পিপাসা নিয়ে দীর্ঘ পথ হাঁটার পরিশ্রমের ভার বইতে পারেনি কিশোরীটি। বাড়ি থেকে যখন যে আর মাত্র ঘণ্টাখানেক দূরে, তখনই না ফেরার দেশে চলে গেছে বিজাপুরের ওই কিশোরী।

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, দীর্ঘ শ্রমে তার শরীর পানিশূন্য হয়ে গিয়েছিল। সেই ধকল আর সহ্য করতে পারেনি ছোট্ট শরীরটা। অপুষ্টিতেও ভুগছিল সে।
তেলঙ্গানার একটি লঙ্কাবাগানে কাজ করত ছত্তীসগড়ের বিজাপুরের বাসিন্দা জামলো মকদম। সেখানেই থাকত জামলো। প্রথম দফার লকডাউন পর্যন্ত কর্মস্থলেই অপেক্ষা করেছিল সে। কিন্তু দ্বিতীয় দফার লকডাউন শুরু হতেই ১৫ এপ্রিল তেলঙ্গানা থেকে বিজাপুর রওনা দেয় জামলো। সঙ্গে ছিল আরও ১১ জন সহকর্মী। তেলঙ্গানা থেকে বিজাপুরের দূরত্ব প্রায় ১৫০ কিলোমিটার। সকলে মিলে পাড়ি দেয় ওই রাস্তা। হাইওয়ে দিয়ে গেলে পুলিশের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই দুর্গম জঙ্গলের পথ ধরেই বাড়ি পৌঁছনোর চেষ্টা করে ওই দলটি। তিন দিন ধরে পথ চলার পর শেষ পর্যন্ত আশার আলো দেখতে পায় তারা।

কিন্তু সেই সময়েই নিঃশব্দে হানা দেয় অন্য বিপদ। শনিবার জামলোরা

যখন নিজেদের গ্রাম থেকে মাত্র ১৪ কিলোমিটার দূরে, তখন তার পেটে শুরু হয় তীব্র যন্ত্রণা। যত সময় গড়াতে থাকে ততই খারাপ হতে থাকে পরিস্থিতি। শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো যায়নি। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরেই মৃত্যু হয় জামলোর।

মৃত্যুর কারণ নিয়ে বিজাপুরের সিনিয়র ডিস্ট্রিক্ট মেডিকেল অফিসার বিআর পূজারি বলছেন, তার শরীর পানিশূন্য হয়ে গিয়েছিল। সে অপুষ্টিতেও ভুগছিল। শরীরে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তবে তার করোনা সংক্রমণ ধরা পড়েনি।

জামলোর বাকি ১১ জন সঙ্গী বাড়ি ফিরেছে। অথচ বাড়ির এতো কাছে এসেও তার ফেরা হলো না। মেয়ের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন জামলোর বাবা আন্দোরাম মকদম। তিনি বলছেন, ‘‘ও গত দু’মাস ধরে তেলঙ্গানায় কাজ করছিল। তিন দিন ধরে ও হেঁটেছে। ওর বমি আর পেটের যন্ত্রণা হচ্ছিল।’’

তার দাবি, বাড়ি ফেরার সময় ভালো করে খাওয়া জোটেনি। এই ঘটনার পর মৃতের পরিবারকে ১ লাখ টাকা আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেছে ছত্তীসগড় সরকার।-আনন্দবাজার

করোনার মধ্যেও মার্কিন নিষেধাজ্ঞা ‘বর্বরোচিত অপরাধ’: ইরানি প্রেসিডেন্ট

মহামারী করোনাভাইরাসের মধ্যেও তেহরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখার কড়া সমালোচনা করেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি। তিনি বলেন, মহামারীর মধ্যেও ইরানের ওপর আরোপিত মার্কিন নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা ‘বর্বরোচিত অপরাধ’। খবর রয়টার্সের।

সোমবার ইতালির প্রধানমন্ত্রী জিউসেপ্পে কোন্তের সঙ্গে টেলিফোনালাপে এই মন্তব্য করেন তিনি।

হাসান রুহানি যুক্তরাষ্ট্রের এই অমানবিক অপরাধ রুখে দিতে

ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। বলেন, ইরানি জনগণ যখন করোনাভাইরাস মহামারীর বিরুদ্ধে কঠিন লড়াইয়ে রয়েছে তখন মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অমানবিকতার সব সীমা অতিক্রম করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ঋণ আবেদনে বাধা দিচ্ছে অভিযোগ করে হাসান রুহানি বলেন, তেহরানের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের কাছে ৫ বিলিয়ন ডলারের ঋণের আবেদন করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এই ঋণ প্রদানে বাধা দিচ্ছে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী ইরান যাতে করোনা মোকাবিলায় এ ঋণ পেতে পারে সেজন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তিনি ইতালির প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানান।

টেলিফোনালাপে ইতালির প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে ইরানে সৃষ্ট পরিস্থিতি তিনি ভালোভাবে উপলব্ধি করেন। কারণ, ইতালির পরিস্থিতিও অত্যন্ত ভয়াবহ। সূত্র-যুগান্তর